ব্যাংক এশিয়া ও ডি.নেটের উদ্যোগে কম্পিউটার স্বাক্ষরতা কর্মসূচি

ব্যাংকে এশিয়া লিমিটেড ও ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ নেটওয়ার্ক (ডি.নেট) এর যৌথ উদ্যোগে চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় সম্প্রতি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হলো 'কম্পিউটার স্বাক্ষরতা কর্মসূচী'। লোহাগাড়া আলহাজ্ব মোস্তাফিজুর রহমান কলেজ মিলনায়তনে এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংক এশিয়া লিমিটেডের পরিচালক আলহাজ্ব সফিক উদ্দিন আহমেদ। ব্যাংক এশিয়া লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ আনিসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইরফানউদ্দিন আহমদ, ডি.নেটের চেয়ারম্যান ড.তৌফিক আহমদ চৌধুরী, বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রামের উপ-মহাব্যবস্থাপক নুরুল আলম এবং ব্যাংক এশিয়া লিমিটেডের চট্টগ্রাম জোনাল হেড এস এম খোরশেদ আলম।

কর্মসূচীর অংশ হিসাবে অনুষ্ঠানের পর লোহাগাড়ায় অবস্থিত পাদুয়া এসিএম উচ্চ বিদ্যালয়, আদুনগর উচ্চ বিদ্যালয় এবং চুনতি উচ্চ বিদ্যালয়ে 'কম্পিউটার স্বাক্ষরতা' কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। এই তিনটি কেন্দ্রের উদ্বোধনের ফলে লোহাগাড়ায় ব্যাংক এশিয়ার অর্থায়নে এবং ডি.নেটের ব্যবস্থাপনায় মোট চারটি কম্পিউটার স্বাক্ষরতা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এর আগে গত বছরের জুলাই মাসে লোহাগাড়া দক্ষিণ সাতকানিয়া গোলাম বাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রথম একটি কম্পিউটার স্বাক্ষরতা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সফিক উদ্দিন আহমেদ কম্পিউটার শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, বিশ্বায়নের এ যুগে কম্পিউটার জ্ঞান ছাড়া কোন কাজই করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, লোহাগাড়ার চারটি কেন্দ্রের কার্যক্রম বিবেচনা করে পর্যায়ক্রমে লোহাগাড়ার প্রতিটি স্কুলে কম্পিউটার স্বাক্ষরতা কর্মসূচি চালু করা হবে। তিনি উপস্থিত অভিভাবকদের প্রত্যেক পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য অন্তত একটি করে

কম্পিউটারের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান। বিশেষ অতিথি ইরফানউদ্দিন আহমদ বলেন, ব্যাংক এশিয়া তাদের সামজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে কম্পিউটার স্বাক্ষরতা কর্মসূচীতে অর্থায়ন করছে। এ পর্যন্ত ১৩টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তিনটি কেন্দ্র চালু করা হয়েছিল, এই তিনটি কেন্দ্রের সফলতার ফলে আরো ১০টি কেন্দ্রে কম্পিউটার স্বাক্ষরতা কর্মসূচি চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী বলেন, ডি.নেট একটি অলাভজনক তথ্য প্রযুক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ডি.নেটের কম্পিউটার স্বাক্ষরতা কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা স্কুল পর্যায়ে দক্ষ কম্পিউটার ব্যবহারকারী তৈরি করার চেষ্টা করছি। এ ধরনের কার্যক্রমে কারিগরি সহযোগিতা দিতে ডি.নেট সবসময় সচেষ্ট ছিলো, ভবিষ্যতেও চেষ্টা করে যাবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রামের উপ-মহাব্যবস্থাপক নুরুল আলম বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে ব্যাংক এশিয়ার এ ধরনের উদ্যোগ অন্যান্য ব্যাংকগুলোর জন্য একটি অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে। অন্যান্য ব্যাংক ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো এ ব্যাপারে এগিয়ে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ব্যাংক এশিয়া লিমিটেডের চট্টগ্রাম জোনাল হেড এস এম খোরশেদ আলম ছাত্র-ছাত্রীদের প্রযুক্তি জ্ঞান অর্জনের দিকে মনোনিবেশের আহবান জানান। সভাপতির বক্তব্যে ব্যাংক এশিয়া লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ আনিসুল হক বলেন, ব্যাংক এশিয়ার সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে আমরা কম্পিউটার স্বাক্ষরতা কার্যক্রমের পাশাপশি উচ্চ শিক্ষায় বৃত্তি, জন্মান্ধ শিশুদের চিকিৎসা প্রদানসহ বেশকিছু কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছি।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ডি.নেটের পরিচালক অজয় কুমার বসু, লোহাগাড়া আলহাজ্ব মোস্তাফিজুর রহমান কলেজের উপাধ্যক্ষ আবুল মোনসেফ মোহাম্মদ হাবিব, ব্যাংক এশিয়া চট্টগ্রাম অঞ্চলের এরিয়া প্রধান মোঃ রোশাঙ্গির, পদুয়া এসিএম উচ্চ বিদ্যালয়ের কম্পিউটার শিক্ষক মোস্তাক আহমেদ, দক্ষিণ সাতকানিয়া গোলাম বাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু নারায়ন চন্দ্র দাস, আদু নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল খালেক প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ব্যাংক এশিয়া লিমিটেডের লোহাগাড়া শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ মহিউদ্দিন।

ডি.নেটের পরিচালক অজয় কুমার বসু তাদের 'কম্পিউটার স্বাক্ষরতা কর্মসূচী' সম্পর্কে বলেন, এ কর্মসূচির অধীনে প্রতিটি কেন্দ্রে নেটওয়ার্কিংসহ চারটি কম্পিউটার ও ১টি প্রিন্টার প্রদান করা হয়। ভবিষ্যতে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের বিষয়টিও সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। প্রতিস্কুলের ২জন করে শিক্ষককে ঢাকাস্থ ডি.নেট কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর শিক্ষকদের জন্য স্কলারশীপের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ৪০ঘন্টার একটি প্রশিক্ষণ কোর্স করানো হয়। প্রতিদিন ২ঘন্টা করে মাসে ২০দিন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ব্যাংক এশিয়ার অর্থায়নে এর আগে ৩টি কেন্দ্র চালু করা হয়েছিল। নতুন ১০টি কেন্দ্রের মধ্যে চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় আজ তিনটি কেন্দ্রের উদ্বোধন হলো। এছাড়া নোয়াখালীতে ২টি, ঢাকার কেরানীগঞ্জে ১টি, আড়লিয়ায় ১টি, কিশোরগঞ্জে ২টি এবং মুন্সিগঞ্জে একটি কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

মূলত যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংগঠন ভলেন্টিয়ারস এসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ, নিউজার্সি চ্যাপ্টার (ভিএবি-এনজে) এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের সুবিধা বঞ্চিত মানুষকে কম্পিউটার স্বাক্ষর করার উদ্যোগ হিসাবে ডি.নেট 'কম্পিউটার স্বাক্ষরতা কর্মসূচি' চালু করে। ২০০৪ সালে চালু হওয়া এ কার্যক্রমে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ৬০টি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। ইতিমধ্যে শিক্ষার্থীদের উপযোগি করে পাঠক্রম ও বই তৈরি করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় ২০১০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ১০০০ কম্পিউটার শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে ডি.নেটের।

মোহাম্মদ কাওছার উদ্দীন

Z_¨ mÎ: gwmK Kw¤úDUvi evZv, †g 2008, XvKv, evsjv‡`k